দৈনিক সংবাদ

065

তারিখ ... 07 FEB 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 6 ...

বহিরাগতরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী অভিযান ।। অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৬ই ফেব্রুয়ারী।—আজ শনিবার ভোরে পুলিশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়েছে। তবে এ সময় ক্যাম্পাসে কোন ছাত্র-ছাত্রী ছিল না। পুলিশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। পুলিশ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ ভোর ৬টায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তারা বিভিন্ন হলে তল্লাশি চালায়। এ সময় কোন হলেই কোন ছাত্র ছিলনা। কর্তৃপক্ষ জানান, হলে অননুমোদিতভাবে অবস্থানরত প্রায় ৪শ ছাত্র-ছাত্রী গতকালই ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে।

পুলিশ জানায়, হলগুলোতে অভিযান চালিয়ে তারা বেশ কিছু কিরিচ, রামদা ও ছোরা উদ্ধার করে। এরমধ্যে আলাওল হল থেকেই সবচাইতে বেশী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পরিত্যক্ত স্থান অর্থাৎ জঙ্গল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনটি পাইপ গান উদ্ধার করে। অভিযান চলাকালে হলসমূহের হাউস টিউটর, প্রভোষ্ট ও প্রক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেটের সাধারণ সভায় হলগুলোতে অননুমোদিতভাবে অবস্থানরতদের আজ ভোর ৬টার মধ্যে হলত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয় এবং ১৯৮৬-র নভেম্বরে

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

পুলিশী অভিযান

(১ম পাতার পর)

সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত এবং মামলায় অভিযুক্ত ৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

ঐ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হলসমূহ খুলবে এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী ক্লাস শুরু হবে। বহিষ্কৃত ৯ জনকে ইতিমধ্যেই নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং তারা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রশস্ত্রগুলো জোরপূর্বক দখলকৃত তালাবদ্ধ কক্ষ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি ছাত্র সংগঠন অভিযুক্ত ৩১ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বহিষ্কার ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা, প্রশাসনে যাবতীয় অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য শাহ জালাল, আলাওল ও কে, এফ রহমান হলের প্রভোষ্টদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষার পরিবেশ পরিষদের পরিবর্তে প্রশাসন, শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনসমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে সমপ্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই গঠনের দাবী জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ জানান, বহিষ্কৃত ৯ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রয়েছে এবং তারা সবাই ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা।